# 13180 - ঋণ লখিে রাখা ও ঋণরে সাক্ষী রাখা

প্রশ্ন

ঋণ দওেয়ার সঠকি পদ্ধতি কী? আমি যখন কাউকে কছিু অর্থ ঋণ দবি তখন যদি সাক্ষী না রাখি; এতে করে কি আমি গুনাহগার হব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

ঋণ দওেয়ার সঠকি পদ্ধতি যা আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারার ঋণ সংক্রান্ত আয়াতে উল্লখে করছেনে। তনিি বলনে: "হে ঈমানদাররো! যখন তোমরা নর্দিষ্টি ময়োদরে জন্য পরস্পর ঋণরে লনেদনে করব, তখন তা লখিে রাখব। আর তোমাদরে মধ্যে একজন লখেক যনে ইনসাফরে সাথে লখিে দয়ে। কোন লখেক যনে লখিতে অস্বীকার না কর; আল্লাহ তাকে যরেূপ শক্ষিা দয়িছেনে; অতএব সে যনে লখিে দয়ে। যার উপর পাওনা সওে (ঋণ গ্রহীতা) যনে তা লখিয়িে রাখ। আর সে যনে তার রব আল্লাহকে ভয় করে এবং পাওনা থকেে সামান্যও কম না লখোয়। তবে ঋণ গ্রহীতা যদি নর্িবোধ কংিবা দুর্বল হয় অথবা সে লখোর বষিয় বলতে না পারে তাহলে তার অভভিাবক যনে ন্যায়সঙ্গতভাবে লখোর বষিয় বলে দয়ে। আর তোমরা তোমাদরে পুরুষদরে মধ্য হতে দুই জন সাক্ষী রখেো; যদি দুজন পুরুষ না থাকে তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী; যাদরেকে তোমরা সাক্ষী হসিবেে পছন্দ কর। যাতে তাদরে (নারীদরে) একজন ভুল করলে অপরজন স্মরণ করয়িে দয়ে। সাক্ষীদরে যখন ডাকা হয়, তখন তারা যনে (সাক্ষী দতিে) অস্বীকার না কর। ছোট হোক কংিবা বড় হোক, ঋণ লনেদনেরে বষিয়টি ময়োদ উল্লখেসহ লখিে রাখতে তোমরা বরিক্ত হয়ো না। এটি আল্লাহর কাছে অধকি ইনসাফপূর্ণ, সাক্ষ্য দানরে অধকি দৃঢ়তর ও তোমাদরে সন্দহেমুক্ত থাকার জন্য অধকিতর সুবধিাজনক। তবে যদি তোমরা নজিদেরে মধ্যে কোন নগদ ব্যবসায়কি লনেদনে পরচিালনা কর তাহলে ভন্নি কথা; সটো না লখিলে তোমাদরে কোন পাপ নইে। তবে তোমরা যখন তোমরা বচো-কনো করবে তখন সাক্ষী রাখব। লখেক কংিবা সাক্ষী কারো যনে ক্ষতি না করা হয়। যদি তোমরা তা কর তাহলে তা হবে পাপ। তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। আল্লাহ তোমাদরেকে শখিয়িে দবিনে। আল্লাহ সব বষিয়ে সম্যক জ্ঞানী। আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লখেক না পাও তাহলে হস্তান্তরকৃত বন্ধক রাখব। আর যদি তোমাদরে একজন অপরজনকে বশি্বাস করে (তার কাছে কছিু আমানত রাখে) তাহলে যাকে বশি্বাস করা হয়ছেে সে যনে তার (কাছে রাখা) আমানত ফরেত দয়ে এবং নজি প্রভু আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না এবং যে কউে তা গোপন করে অবশ্যই তার অন্তর পাপী। আর তোমরা যা আমল কর আল্লাহ সে ব্যাপারে সবশিষে অবহতি।"[বাকারা: ২৮২-২৮৩]

সুতরাং ঋণরে দয়োর সঠকি পন্থা হলো:

১- ঋণরে সময়সীমা নর্িধারণ অর্থাৎ যে সময়সীমা অতক্রিান্ত হওয়ার পর ঋণ পরশিোধ করতে হবে।

২- ঋণ ও এর সময়সীমা লখিে রাখা।

৩- ঋণ যনিি লিখিবনে তনিি যদি ঋণগ্রহীতা ছাড়া অন্য কউে হন তাহলে ঋণগ্রহীতা তাকে কী লখিবনে তা বলে দবিনে।

৪- ঋণগ্রহীতা যদি অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে যা লখিতে হবে তা বলতে না পারনে তাহলে তার অভভিাবক সটো বলে দবিনে।

৫- ঋণরে পক্ষে সাক্ষী রাখা। দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারীকে সাক্ষী রাখা।

৬- ঋণদাতার এ অধকিার আছে যে, তনিি ঋণরে গ্যারান্টি হসিবেে ঋণগ্রহীতার কাছে কোন কছিু বন্ধক রাখবনে। বন্ধকরে উপকারতিা হল ঋণ পরশিোধরে সময় আসলে যদি ঋণগ্রহীতা ঋণ পরশিোধ না করে, তাহলে বন্ধকরে সামগ্রীটি বক্রিি করে ঋণ আদায় করা হবে। যদি ঋণ আদায় করার পর কছিু অর্থ বাকি থাকে তাহলে সটো মালকিকে তথা ঋণগ্রহীতাকে ফরেত দওেয়া হবে।

ঋণরে গ্যারান্টি তনিি পদ্ধতি (লখো, সাক্ষ্য গ্রহণ করা, বন্ধক নওেয়া)-র কোন এক পদ্ধততিে হতে পার।ে গ্যারান্টি প্রদান মুস্তাহাব ও উত্তম। এটি ওয়াজবি নয়। কোন কোন আলমে ঋণ লখিে রাখাকে ওয়াজবি বলছেনে। তবে অধকিাংশ আলমেরে মতে হলো লখিে রাখা মুস্তাহাব। আর এটাই শক্তশিালী অভমিত। দখেুন: তাফসীরুল কুরতুবী (৩/৩৮৩)।

ঋণরে গ্যারান্টি রাখার পছেনে গূঢ় রহস্য হলো: অধকিারগুলোকে নশ্চিতি করা; যাতে করে সগেুলো নষ্ট না হয়ে যায়। কারণ মানুষ ভুলে যায় এবং ভুল কর।ে অধকিন্তু এর মাধ্যমে সে সব প্রতারক থকেে বাঁচা যায়, যারা আল্লাহকে ভয় করে না।

অতএব, আপনি যদি ঋণ না লখেনে, এর পক্ষে সাক্ষী না রাখনে কংিবা কছিু বন্ধক না রাখনে; এতে করে আপনি গুনাহগার হবনে না। একই আয়াতে এ বষিয়টি প্রমাণ কর:ে "আর যদি তোমাদরে একজন অপরজনকে বশ্বিাস করে (তার কাছে কছিু আমানত রাখ)ে তাহলে যাকে বশ্বিাস করা হয়ছেে সে যনে তার (কাছে রাখা) আমানত ফরেত দয়ে এবং নজি প্রভু আল্লাহকে ভয় কর।ে" কাউকে বশ্বিাস করা হয় ঋণ না লখো, সাক্ষী না রাখা এবং বন্ধক না রাখার মাধ্যম।ে কন্িতু এ ক্ষত্রেে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি প্রয়োজন। তাই এমন অবস্থায় আল্লাহ তাকে ভয় করতে এবং আমানত আদায় করার নর্িদশে দয়িছেনে: "সে যনে তার (কাছে রাখা) আমানত ফরেত দয়ে এবং নজি প্রভু আল্লাহকে ভয় কর।ে" দখেুন: তাফসীরুস সা'দী (পৃ. ১৬৮-১৭২)।

যদি ঋণ লখো না হয়, পরবর্তীতে ঋণগ্রহীতা ঋণকে অস্বীকার করে কংিবা পরশিোধে গড়মিসি করে তখন ঋণদাতা নজিকেে ছাড়া অন্য কাউকে তরিস্কার করবে না। কারণ সে নজিইে নজিরে অধকিার নষ্ট করার সুযোগ করে দয়িছে।ে নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে বর্ণতি হয়ছেে যে, ঋণ যদি লখিে রাখা না হয় এবং ঋণগ্রহীতা ঋণ ফরিয়িে দতিে বলিম্ব করে বা অস্বীকৃতি জানায়; তখন তার বরিুদ্ধে ঋণদাতার দোয়া কবুল হয় না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে, "তনিজন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দোয়া করলে তাদরে দোয়া কবুল হয় না।" ... তাদরে মধ্যে উল্লখে করছেনে: "এমন এক ব্যক্তি অন্য লোকরে কাছে যার পাওনা আছ; কন্তিু ঐ ঋণরে পক্ষে সে সাক্ষী রাখনেি।" [সহীহুল জামে' (৩০৭৫)]।

শরয়ী এই বধিানগুলো এবং অন্য বধিানগুলো নয়িে চন্তিাভাবনা করলে যে কউে ইসলামী শরীয়তরে পূর্ণতা জানতে পারবে এবং ইসলামী আইন মানুষরে মৌলকি অধকিার সংরক্ষণ ও সগেুলো নষ্ট হতে না দওেয়ার ব্যাপারে কত সতর্ক; সটো যত অল্পই হোক না কনে। "ছোট হোক কংিবা বড় হোক, ঋণ লনেদনেরে বষিয়টি ময়োদ উল্লখেসহ লখিে রাখতে তোমরা বরিক্ত হয়ো না।"

ইসলামী আইনরে মত আর এমন কোনো আইন আছে কি, যটো দ্বীনী ও দুনয়িাবী কল্যাণরে মাঝে এতটা পূর্ণাঙ্গরূপে সমন্বয় করছে?

কউে কি এই বধিানগুলোর চয়েে পূর্ণতর কছিু প্রণয়ন করতে পারব?!

আল্লাহ সত্যই বলছেনে: "দৃঢ় বশি্বাসী সম্প্রদায়রে জন্য বধিান প্রদানে আল্লাহর চাইতে কে বশেি শ্রষ্ঠে?"[মায়দো: ৫০]

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব তনিি যনে আমাদরেকে তাঁর সাক্ষাৎ লাভরে আগ পর্যন্ত তাঁর দ্বীনরে উপর অটল রাখনে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ। দরূদ ও সালাম আমাদরে নবী মুহাম্মাদরে উপর।